প্রথম আলো

21 APR 2003
পৃষ্ঠা

সফররত শ্রীলঙ্কান প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা বন্দরনায়েকে কুমারাতুঙ্গা গতকাল প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন —পিআইডি

খালেদা জিয়া-চন্দ্রিকা আলোচনা ❑ সার্ক সম্মেলন অনুষ্ঠানের পক্ষে মত

ঢাকা-কলম্বো দ্বিপক্ষীয় ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদারে মতৈক্য

কূটনৈতিক প্রতিবেদক

বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে দ্বিপক্ষীয় ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করতে দুই পক্ষের মধ্যে মতৈক্য হয়েছে।

ঢাকা সফররত শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা ও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মধ্যে আনুষ্ঠানিক বৈঠকে ঢাকা-কলম্বো সরাসরি বিমান সার্ভিস আবার চালু করার বিষয়েও মতৈক্য হয়। বৈঠক শেষে দু দেশের পররাষ্ট্র সচিবদের প্রতিবছর ঢাকা ও কলম্বোতে বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য একটি প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়। এতে স্বাক্ষর করেন পররাষ্ট্র সচিব শমসের এম চৌধুরী এবং ঢাকায় নিযুক্ত শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রদূত গামিনী এস মুনাসিংহা।

জানা যায়, দু দেশের শীর্ষ পর্যায়ের এই বৈঠকে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট দ্বিপক্ষীয় বিষয় ছাড়াও সার্ককে কার্যকর আঞ্চলিক জোটে পরিণত করার বিষয়টি আলোচনায় অগ্রাধিকার পায়। অনতিবিলম্বে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বৈঠকে গুরুত্বারোপ করা হয়।

গতকাল রোববার দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রায় এক ঘণ্টা স্থায়ী বৈঠকে শ্রীলঙ্কার শান্তি প্রক্রিয়া ও ইরাক ইস্যুসহ আন্তর্জাতিক বিষয়াদি নিয়েও আলোচনা হয়। এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

ঢাকা-কলম্বো সম্পর্ক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সার্ক দেশগুলো সফরের অংশ হিসেবে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা গত শনিবার ঢাকায় আসেন। এর আগে তিনি ভারত ও মালদ্বীপ সফর করেন। ঢাকা সফরের পর তিনি পাকিস্তান সফর করবেন।

গতকাল বিকেলে তিনি হোটেল সোনারগাঁওয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বলেন, দু দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক জোরদারে মতৈক্য হয়েছে। সফরের ফলে দু দেশের অভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় এবং সার্ক প্রক্রিয়া জোরদারের বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করা সম্ভব হয়েছে।

দু দেশের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা বলেন, সার্ক অঞ্চলে অভিন্ন কিছু সমস্যা রয়েছে। এগুলো সমাধানে কার্যকর কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে। সার্ককে সক্রিয় করার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করে তিনি বলেন, দুই দেশের রাজনৈতিক সমস্যার কারণে সার্ক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। সার্ক অঞ্চলের দারিদ্র্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা, নারী ও মাদকদ্রব্য পাচার প্রভৃতি বিষয়ে কার্যকর সহযোগিতা হতে পারে। সার্ক অর্থনৈতিক ফোরামকেও সক্রিয় করা উচিত।

ইরাক বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, যেকোনো সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হওয়া উচিত।

এর আগে একই স্থানে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে পররাষ্ট্র সচিব শমসের এম চৌধুরী বলেন, দু দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

পররাষ্ট্র সচিব জানান, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শ্রীলঙ্কাই সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশে বিনিয়োগ করছে। বর্তমানে বিনিয়োগের পরিমাণ ১০ কোটি ডলার। আরো বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে এবং এই সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীলঙ্কার প্রতি আহ্বান জানান। এ ছাড়া শ্রীলঙ্কায় শান্তি প্রক্রিয়ার প্রতি বাংলাদেশের সমর্থন রয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্টকে অবহিত করেন।

এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র সচিব জানান, দ্রুত সার্ক সম্মেলন করা এবং সার্ক সচিবালয়কে সক্রিয় করার বিষয়ে উভয় নেতাই গুরুত্বারোপ করেন। অপর এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র সচিব বলেন, বৈঠকে ইরাক বিষয়টিও আলোচনা হয়েছে এবং উভয় সরকারই মনে করে ইরাকের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা উচিত। ইরাকের পুনর্গঠন কর্মকাণ্ডে জাতিসংঘের প্রধান ভূমিকা পালন করা উচিত বলেও দুই নেতা মনে করেন। একই সঙ্গে ফিলিস্তিন সমস্যারও শান্তিপূর্ণ সমাধান হওয়া উচিত।

তিনি জানান, দুই বছর আগে কলম্বো বিমানবন্দরে অনেকগুলো বিমান ধ্বংস হয়ে যায়। এ কারণে ঢাকা-কলম্বো বিমান সার্ভিস বন্ধ হয়ে যায়। বিমান সার্ভিস আবার শুরু হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়াকে কলম্বো সফরের আমন্ত্রণ জানান।

বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীকে সহায়তা করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম মোরশেদ খান, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব কামাল সিদ্দিকী, পররাষ্ট্র সচিব শমসের এম চৌধুরী ও প্রেস সচিব তারুল ইসলাম এবং শ্রীলঙ্কার পক্ষে সে দেশের দুজন যুগ্ম সচিব ও ঢাকায় নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত গামিনী এস মুনাসিংহা উপস্থিত ছিলেন।

গতকাল রাতেই প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা স্বদেশের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন।